৩ নভেম্বর এবং বিমান বাহিনীর গৌরবজ্জল ভূমিকা

পটভূমিঃ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল; ১৫ আগস্ট ১৯৭৫'এর নারকীয় হত্যাকান্ডের পর আড়াই মাস অতিবাহিত হয়ে গ্যাছে। ইতিমধ্যে খুনী মোস্তাক বংগভবনে পাকাপোক্তভাবে গেড়ে বসেছে । ১৫ আগষ্টের নারকীয় হত্যাকান্ডের পর থেকেই খুনী মোস্তাক ও ফারুক-রশীদ গং সেনাবাহিনী-'র 'চেইন অফ কমান্ড' ভেঙ্গে ট্যাংক দ্বারা ,বেষ্টিত অবস্থায় বংগভবন'এ অবস্থান করছিল। কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বাধীন'বেঙ্গল ল্যান্সার' এর ট্যাংক গুলি বঙ্গভবনের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছিল এবং সোহরোয়ার্দী উদ্যান'এর চারিদিকে অবস্থান গ্রহন করেছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই অনুমান করা হচ্ছিল যে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে

৩রা নভেম্বরঃ ২-৩ নভেম্বর মধ্য রাতে যখন মেজর ইকবালের অধীনস্ত বংগভবন পাহারায় নিয়োজিত ১ম বেঙ্গলের কোম্পানী কোন কারন দর্শানো বা বঙ্গভবনের নির্দেশ ছাড়াই ঢাকা ক্যন্টনমেন্টে ফিরে গেলে শুরু হল খালেদ আর শাফায়াত জামিলের বহুল আলোচিত ,'চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার' অভিযান বা ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যুথ্যান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ'কে পদক পড়িয়ে দিচ্ছেন তৎকালীন বিমান বাহিনী প্রধান এ, কে খন্দকার এবং পাশে দাঁড়ানো ফ্লাইট লেঃ আলতাফ চৌধুরী (পরবর্তীতে বিমান বাহিনী প্রধান)

৩ নভেম্বরের এই অভুথ্যানের ফলে খুনী মোস্তাক ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, খুনী মোস্তাক ও তার সহযোগীদের অপসারন করা হয় ক্ষমতা ও বঙ্গভবন থেকে। ৩ নভেম্বর রাতে ফারুক, রশীদ, ডালিম গং দেশত্যাগে বাধ্য হয়। বলা যেতে পারে এর মধ্য দিয়ে এই অভুথ্যানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যার নেপথ্যে মূল নায়ক ছিলেনঃ **কর্নেল শাফায়াত জামিল্ বীর বিক্রম, মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান বীর উত্তম, স্কোয়াড্রন লীডার বদরুল আলম বীর উত্তম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ এবং বিমান বাহিনীর আরো কয়েকজন অসম সাহসী বৈমানিক, কর্মকর্তা এবং বিমান সেনা!** আমার মত আরো অনেকেই' সেই দিনের ঘটনাবলি, এবং বিশেষত বিমান বাহিনী'র ভূমিকা জানতে প্রচন্ড আগ্রহী।

গত কয়েক দশক ধরে আমি বিমান বাহিনী'র সেই সব সাহসী বৈমানিকদের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং ৩ নভেম্বরের ঘটনাবলী সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনেছি। সেই দিনের বিমান বাহিনীর অসম-সাহসী বৈমানিক'দের একজন হচ্ছেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ। সম্প্রতি এই প্রথম ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ (অবসরপ্রাপ্ত) ৩ নভেম্বরের ঘটনাবলি এবং বিমান বাহিনী'র সাহসী এবং গৌরবজ্জল ভূমিকা আমার কাছে ইংরেজিতে বর্ননা করেছেন; তারই বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি পাঠকের সামনে। [অনুবাদক/লেখক]।

"**৩ নভেম্বরের পটভূমিঃ** একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ১৯৭৫ সালে স্বপরিবারে জাতির পিতা এবং উনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের নৃশংষ হত্যাকান্ড আমার কাছে ছিল একইসাথে প্রচন্ড রকমের আঘাত এবং বিস্ময়, যা আমি কখনোই মেনে নিতে পারি নাই। বঙ্গবন্ধুর দুখঃজনক হত্যাকান্ডের সাথে সাথে খুনী খন্দকার মোস্তাক, এবং তার সামরিক ও বেসামরিক সহযোগী'গন বাংলাদেশ, এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মতবাদ'কে সম্পূর্ন পরিবর্তন করে ফেলে। 'দেশের আদর্শ' বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ থেকে চরম ডান-পন্থী জাতীয়তাবাদ'এ পরিনত হয়ে যায় এবং সেই সময় সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন করা হয়েছিল, বর্তমানে তা সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে পরিনত হয়েছে।

আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের দেশগুলি যেমন চীন এবং সৌদি আরব মোশতাক সরকার'কে সাথে সাথে স্বীকৃতি প্রদান করে! এক সময়কার আওয়ামী লিগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং তার সহযোগী সেনাবাহিনী'র পাকিস্তানপন্থী এবং সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তাগন' বাংলাদেশ'কে পাকিস্তানের আদলে ধর্মভিত্তিক এক রাষ্ট্রে'র দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করে। আশ্চর্যজনক ভাবে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ হয় নাই, ঘটনার আকস্মিকতায় সমগ্র জাতি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সেই দিন। আওয়ামী লিগ এবং তার সহযোগী বিশাল সংগঠনগুলিও ছিল নিশ্চুপ! নেতাদের অনেকেই বন্দী হয়েছিলেন অথবা আত্মগোপন করেছিলেন। এর মধ্যে কাদের সিদ্দীকী'ই ছিলেন একমাত্র ব্যাতিক্রম, এই জন্য এই সাহসী সন্তান'কে অভিবাদন।

মোশতাক অতিদ্রুত পাকিস্তানপন্থী কর্মকর্তাদের (নিয়তির পরিহাস, বংগবন্ধু এই সকল কর্মকর্তাদের ক্ষমা করেছিলেন) দ্বারা সম্পূর্ন প্রশাসন ঢেলে সাজান। এমনকি পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং পাকিস্তানী পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন। পরবর্তীতে উদাহরন স্বরূপ তাদের একজন'কে (রিয়াজ রহমান, যিনি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন) পররাষ্ট্র সচিব পদে উন্নীত করেন!

১৫ আগষ্ট সকাল, ১৯৭৫: অনেকের মতই এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকার, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং মেজর জেনারেল দাস্তগীর' মোশতাক সরকারের প্রতি সাথে-সাথেই আনুগত্য প্রকাশ করেন নাই; বলার অপেক্ষা রাখে না যে তারা সবাই সম্পূর্নভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন! এয়ার কমোডর এম কে বাশার বিমান বাহিনীর সব অফিসার'দের তেজগাঁও অফিসার্স মেস এলাকায় জড়ো করেন এবং এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকার এর নির্দেশ এর জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। সেই সময় কেউ'ই নিশ্চিত ছিলেন না যে কি ঘটেছে এবং রেডিও'তে মেজর ডালিম'র ঘোষনা কি আদৌ সত্য! এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকার তখন আমাকে ডাকলেন (আমি আজ পর্যন্ত জানি না কেন, হয়তো শেখ কামাল'র সাথে আমার পূর্ব-পরিচয় থাকার কারনেই; অথবা বিপদজনক কাজের উপযুক্ত বলে মনে করে!), এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'রেডিও'তে যা ঘোষনা করা হয়েছে, আমি কি তা নিশ্চিত করতে পারি? আমি বললাম, '**শুধুমাত্র ৩২ নম্বরে গিয়েই তা নিশ্চিত করা সম্ভব।**'

[এখানে উলেখ্য যে ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ শাহীন স্কুলে শেখ কামাল এর দুই বছরের সিনিয়র এবং পরিচিত ছিলেন, এবং বিমান বাহিনী'র একজন কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর অফিসার হিসাবে ৬ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেনঃ অনুবাদক/লেখক]

আমি তখন ফ্লাইট লেঃ কাইউম, এবং ফ্লাইং অফিসার জামান'সহ ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডে বংগবন্ধুর বাসভবনে যাই। বঙ্গবন্ধুর বাসভবন ঘিরে রাখা সৈনিকগন প্রথমে আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেয় নাই, কিন্তু সেখানে আমি আমার পূর্ব-পরিচিত' ৬ নম্বর সেক্টরের সহকর্মী অবসরপ্রাপ্ত মেজর শাহরিয়ার'কে দেখতে পাই, যে সম্পূর্ন বাসভবনের দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। আমি তার কাছে গেলে সে আমাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

কি অতিসাধারন ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন! ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে আমরা দেখলাম সেই নারকীয় হত্যা এবং খুনের অবর্ননীয় দৃশ্যঃ মৃতদেহগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, যাকে যেখানে হত্যা করা হয়েছে' ঠিক সেখানেই পরে আছে, কাউকেই সরিয়ে নেওয়া হয় নাই; বংগবন্ধু সিড়ি'র উপর পরে রয়েছেন! এই দৃশ্য আমি সারাজীবনে ভূলতে পারবো না। মানুষ কি ভাবে এত নিষ্ঠুর এবং নির্মম হতে পারে? অভূথ্যানের পরিকল্পনাকারীরা সবকিছুর ছবি তুলে রেখেছিল, যা আমাকে দেখায়। এর মধ্যে দিয়েই প্রমান হয় যে এই অভূথ্যান'র পেছনে ছিল কোন মহা-পরিকল্পনাকারী।

১৫ আগষ্টেই আমরা 'বিমান বাহিনী'র কিছু সদস্যরা' এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর ব্যাপারে দৃড়পতিজ্ঞ ছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করার মত কোন নেতাকে পাওয়া যায় নাই। সবাই বিভ্রান্ত, কেউ জানতো না যে কি করনীয়, তাই সবাই অনেকটা ভেড়ার পালের মত আচরন করছিল। এমত অবস্থায় আমরা জুনিয়র অফিসারা'রা সিদ্ধান্ত নিলাম, যা করনীয়, তা আমাদেরকেই করতে হবে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে স্কোয়াড্রন লীডার লিয়াকত আলী খান (বীর উত্তম), আমার স্কোয়াড্রনে আসে এবং আমকে জিজ্ঞেস করলেন, বর্তমান অবস্থা নিয়ে আমি কি ভাবছি? আমি বরাবরের মতই বললাম, 'বংগবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি পরিকল্পনা? তিনি বললেন, 'যে কোন মূল্যে সামরিক বাহিনী'র চেইন অফ কমান্ড পুন-প্রতিষ্ঠা করে এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। সেনা (পদাতিক) বাহিনী এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে উন্মুখ, কিন্তু ট্যাংকের বিরুদ্ধে তাদের বিমান বাহিনীর সাহায্য প্রয়োজন। 'আমি তখন প্রশ্ন করলাম, 'কে এই অভিযানে নেতৃত্ব দিবেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মেজর জেনারেল জিয়া'। আমি তখন জানতে চাইলাম, 'বিমান বাহিনীর কি হবে! আমি আরো জিজ্ঞেস করলাম, 'বিমান বাহিনী প্রধান কে হবেন? কারন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকার জন্য এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াব'কে আমি পছন্দ করতাম না। উনি বললেন, 'গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাইফুল আজম।'(অনুবাদক ৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের বিখ্যত বীর বৈমানিক)

লিয়াকতের যুক্তি ছিল সব পুরানো'দের বদলে নতুন রক্ত সঞ্চালিত করতে হবে। আমি এই ধারনার সাথে ঠিক একমত হতে পারি নাই, কারন আমি আমার মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার এয়ার কমোডোর বাশার এর কথা ভাবছিলাম। লিয়াকত বললেন, 'এয়ার কমোডোর বাশার'কে এম্বাসেডর বানানো হবে। আমি তখন লিয়াকত'কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কি করনীয়?' লিয়াকত বলল, 'দুইটা এম আই ৮ হেলিকপ্টার অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং ক্রু সহ প্রস্তুত করতে হবে; মিগ ২১ স্কোয়াড্রন এবং ক্রু প্রস্তুত।' আমি লিয়াকত'কে বললাম, 'আমার দুই দিনের সময় দরকার কোন প্রকার কমিট্‌মেন্ট করার আগে।' আমি এয়ার কমোডোর বাশার এর সাথে দেখা করলাম এবং সংক্ষেপে আমাদের পরিকল্পনার কথা জানালাম। উনি জানতে চাইলেন, 'এই অভিযানের নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন?' আমি জানালাম, 'জিয়াউর রহমান'। তিনি তখন সম্মতি দিলেন। এয়ার কমোডোর বাশার ১৯৭১ সালে আমার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন, এবং তার প্রতি আমার শর্তহীন আনুগত্য ছিল। উনার সম্মতি পাওয়ার পর আমি লিয়াকত'কে আমার পক্ষ থেকে আমার কমিটমেন্ট নিশ্চিত করলাম এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করলাম।

লিয়াকত খুবই উৎসাহী ছিলেন এবং সব-সময় বলতেন বংগবন্ধু হত্যার বদলা নিতে হব; আমিও কোন কিছুর পরোয়া করি নাই কারন আমারও একই উদ্দেশ্য ছিল। আমার ধারনা ছিল এই সামরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, সামরিক বাহিনী'র চেইন অফ কমান্ড পুন-প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী সহ বেসামরিক সরকার পুনপ্রতিষ্ঠা করা হবে; এবং অন্য সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ধারাও পুনপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

এই কাজের জন্য আমাদের বিমান বাহিনী'র প্রয়োজন ছিল সেনা(পদাতিক)-বাহিনীর এবং সেনা(পদাতিক)'বাহিনীর প্রয়োজন বিমান বাহিনী'র সাহায্য। গতিশীল ট্যাংকের বিরুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর জন্য 'ট্যাংক বাস্টার' হিসাবে বিমান বাহিনীর সাহায্য ছিল অপরিহার্য। তাই আমরা সেনা(পদাতিক)-বাহিনীর সাথে সমন্বয় শুরু করি। পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু শর্ত ছিল 'উনার উর্ধতন কর্মকর্তার এই ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করলেই তিনি সম্মত আছেন।' তিনি ছিলেন প্রচন্ড নীতি এবং আদর্শবান এক জন মানুষ! তিনি বিমান বাহিনীর সহযোগীতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কারন ট্যাংক বাহিনী শুধুমাত্র বিমান বাহিনী'কেই ভয় পায় এবং সমীহ করে। আভিযান শুরুর জন্য বিমান বাহিনী প্রস্তুত হয়ে যায়, সব পরিকল্পনা চুড়ান্ত! কিন্তু পদাতিক বাহিনী প্রস্তুত ছিল না, কারন সমগ্র অভিযানে কে নেতৃত্ব দিবে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না থাকায়।

এমত অবস্থায় মেজর ইকবাল (পরবর্তীতে জাতীয় পার্টি'র মন্ত্রী) এর বাসায় একদিন আমি, লিয়াকত এবং মেজর হাফিজ যখন আলাপ করছিলাম, তখন মেজর ডালিম সেখানে আচানক উপস্থিত হয়, এবং প্রশ্ন করে 'এখানে কি হচ্ছে?' আমরা সেটাকে সামজিক আড্ডা বলে চালিয়ে দিলেও, আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, মোস্তাক সরকার আমাদের সম্পর্কে অবহিত আছে। ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল'কে রাজী করানোর জন্য আমাদের উর্ধতন কাউকে প্রয়োজন ছিল আমদের পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হওয়াতে আমারাও মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। জিয়া রাজী না হওয়াতে (আরো অপেক্ষা করার পক্ষে ছিলেন), তৎকালীন সি জি এস খালেদ মোশাররফ'ই আমাদের পরবর্তী গ্রহনযোগ্য সিনিয়র অফিসার হিসাবে পরিগনিত হন। কর্নেল শাফায়াত জামিল এবং মেজর হাফিজ উনাকে প্রস্তাব দিলে উনি সাথে সাথেই সম্মতি দেন। খালেদ মোশাররফ সম্মত হলে' আমি তখন অভিযান শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রু, টেকনিশিয়ান, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার, অনান্য বিমান-সেনা, গোলা-বারুদ, এবং রসদ; নির্বাচন এবং সংগ্রহ শুরু করে দেই। এয়ার ক্রু'দের মধ্যে ছিলেন, স্কোয়াড্রন লীডার বদরুল আলম (বীর উত্তম), ফ্লাইট লেঃ কাইউম, পাইলট অফিসার দিদার এবং আমি। অক্টোবরের মধ্যেই পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি চুড়ান্ত হয়ে যায়।

নভেম্বরের শুরুতেই আমাকে জানানো হল যে, জিয়া আগ্রহী না হওয়াতে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ'ই নেতৃত্ব দিবেন। পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারি যে জিয়া সবসময় মুখে এক আর অন্তরে আরেক রকম ছিলেন (অবাক হওয়ার কিছু নাই কারন পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর সাবেক অফিসার জিয়াউর রহমান' পরবর্তীতে ক্ষমতা দখল করলে, তার মন্ত্রীসভা অনেক সাবেক পাকিস্তানী আই এস আই এবং মিলিটারী ইনটিলিজেন্স'এর অফিসার দ্বারা পরিপূর্ন ছিল!)। (আগামী পর্বে সমাপ্য)

নাজমুল আহসান শেখ, মুক্তিযুদ্ধ গবেষকঃ Victory1971@gmail.com